কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির রোডম্যাপ

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মে, ২০২২

কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির রোডম্যাপ

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মে, ২০২২

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ প্রধানত কৃষিনির্ভর দেশ। অনুকূল আবহাওয়া এবং উর্বর মাটির হওয়ায় এ দেশে যেকোনো খাদ্যশস্য সহজেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এবং বিশেষ করে করোনা মহামারির মধ্যেও কৃষির অভাবনীয় সাফল্য এ দেশের অর্থনীতির গতি উর্ধ্বমুখী ও স্থিতিশীল রাখতে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী কৃষিবান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস, জনসংখ্যার আধিক্য, জমিতে লবণাক্ততা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্য যা অন্যান্য দেশগুলোর জন্য একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অর্জিত এ সাফল্য সার্থক হবে যদি তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা যায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন ও উন্নত ফসলের জাত উদ্ভাবন, মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা, নতুন কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভূতপূর্ব সাফল্যের পরে কৃষি মন্ত্রণালয় বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনাসহ পণ্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে সাপ্লাই ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছে। সে সাথে কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন নিয়েও কৃষি মন্ত্রণালয় জোরালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের অন্যতম অনুঘটক।

রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও কার্যকর উদ্যোগ। এ রোডম্যাপ প্রণয়ন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, গবেষক, কর্মকর্তা, ভোক্তাসহ বিভিন্ন অংশীজনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

এ রোডম্যাপ প্রণয়নের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আবহমানকাল ধরেই কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের মাটি এবং প্রকৃতি সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। আদিকাল থেকেই এ দেশের অধিকাংশ গ্রামীণ ও শহুরে জনগোষ্ঠী কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে আসছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী ও দূরদর্শী কৃষিবান্ধব নীতি ও পরিকল্পনা এবং যোগ্য নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ক্ষুধামুক্তি নিশ্চিত করে দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী এবং সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশকে এলডিসি হতে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে কৃষি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশে উৎপাদিত আলুসহ অন্যান্য সবজি, আম, পান, পাটজাত দ্রব্য ও অন্যান্য অপ্রচলিত কৃষিপণ্য যেমন- সুগন্ধি চাল, কাজুবাদাম, নারিকেলের খোল হতে চারকোল, আনারসের পাতার ফাইবার ইত্যাদি রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক। রপ্তানি বাড়াতে কৃষি মন্ত্রণালয় ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অচিরেই কৃষিপণ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হবে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসারে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়ন। যুগোপযোগী ও কার্যকর এ রোডম্যাপটি কৃষিপণ্যের রপ্তানি প্রসারে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

রপ্তানি বাজার বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়ন নিঃসন্দেহে কার্যকর উদ্যোগ। কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ সায়েদুল ইসলাম)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০		ভূমিকা	১
২.০		ফসলভিত্তিক রফতানির রোডম্যাপ	
	২.১	আম	৪
	২.২	শাকসবজি ও ফলমূল (আম ব্যতীত)	৬
	২.৩	আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ	৭
	২.৪	মসলাপণ্য	৯
	২.৫	মসলা, কনফেকশনারি ও পানীয় দ্রব্যাদি	১০
	২.৬	সুগন্ধী চাল	১১
	২.৭	পান	১২
	২.৮	কাজুবাদাম	১৩
	২.৯	পাটজাতপণ্য	১৪
	২.১০	পাটকাঠি এবং নারিকেলের খোল হতে উৎপন্ন চারকোল	১৪
৩.০		অপ্রচলিত কৃষিপণ্য	১৪
৪.০		কৃষিপণ্যের মান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের রিকোয়ারমেন্ট	১৪
৫.০		বিজ্ঞাপন ও বিপণন	১৪
৬.০		ঋণ সুবিধা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও প্রণোদনা	১৫
৭.০		প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা	১৫
৮.০		প্রশাসনিক কার্যক্রম	১৫

শব্দসংক্ষেপ

BAB	: Bangladesh Accreditation Board
BARI	: Bangladesh Agricultural Research Institute
BAPA	: Bangladesh Agro-processors Association
BSTI	: Bangladesh Standards and Testing Institution
BADC	: Bangladesh Agricultural Development Corporation
BAEC	: Bangladesh Atomic Energy Commission
BCSIR	: Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research
BFVAPEA	: Bangladesh Fruits, Vegetables and Allied Products Exporter's Association
CARS	: Condition Acquisition and Reporting System
CIPC	: Center for Integrated Primary Care
DAM	: Department of Agricultural Marketing
DAE	: Department of Agricultural Extension
EPB	: Export Promotion Bureau
FAO	: Food and Agriculture Organization
FSSAI	: Food Safety and Standards Authority of India
GAP	: Good Agricultural Practice
GHP	: Good Hygiene Practices
GMP	: Good Manufacturing Practices

GMO	:	Genetically Modified Organism
HWDT	:	Hot Water Drip Treatment
HS Code	:	Harmonized System Code
IPH	:	Institute of Public Health
MoA	:	Ministry of Agriculture
MoI	:	Ministry of Industries
MoC	:	Ministry of Commerce
MoFA	:	Ministry of Foreign Affairs
MOI	:	Memorandum of Incorporation
MRL	:	Maximum Residue Limits
MLT	:	Microbial Loading Test
NABL	:	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
NBR	:	National Board of Revenue
PPP	:	Public Private Partnership
PC	:	Phytosanitary Certificate
SAFTA	:	South Asian Free Trade Area
VHT	:	Vapor Heat Treatment

কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির রোডম্যাপ

১.০ ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। কৃষি খাত জিডিপিতে প্রায় ১৩% অবদান রাখছে। কৃষি সেক্টরে প্রায় ৪১% শ্রমশক্তি নিয়োজিত আছে। ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদনযোগ্য জমি হ্রাস পেলেও কৃষিতে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত উচ্চ প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষাবাদের কারণে এবং কৃষকের শ্রমে কৃষিতে এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দেশের কৃষকগণ চাষযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। তারা প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণে শাকসবজি এবং ফলমূলের আবাদ করছেন। দেশের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে উৎপাদিত শাকসবজি ও ফল বিদেশে রপ্তানির প্রক্রিয়াও অব্যাহত আছে। এছাড়াও, বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত কোম্পানি কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করছে।

১.২ বিদেশে কৃষিপণ্য রপ্তানি হলেও রপ্তানির সামগ্রিক প্রক্রিয়া সংগঠিত নয়। বিশেষ করে কোন পণ্যের কোন দেশে চাহিদা কত, সংশ্লিষ্ট দেশে পণ্য রপ্তানির নিয়মাবলি কি, দেশে কৃষকের উৎপাদন কৌশল চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, কৃষক, রপ্তানিকারক, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, দেশে বিদ্যমান নিয়মাবলি, ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা আবশ্যক। বিশেষ করে উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে উৎপাদন, সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবহনের মাধ্যমে শাকসবজি ও ফলের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিবেচনায় বিশ্বের অনেক দেশই কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিত্য নতুন শর্তারোপ করছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পোকামাকড়, অণুজীব, ভারী ধাতু, বিষাক্ত দ্রব্যের উপস্থিতি, প্রয়োগকৃত রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতির নিশ্চয়তা বিধান করা রপ্তানির জন্য অন্যতম পূর্বশর্ত। খাদ্য শৃঙ্খলের যেকোনো পর্যায়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১.৩ কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'বাংলাদেশ ফল ও সবজি রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন', 'বাংলাদেশ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অ্যাসোসিয়েশন', 'বাংলাদেশ আলু রপ্তানিকারক সমিতি' ইত্যাদি। সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন কৃষিপণ্য রপ্তানি করেন। এর পাশাপাশি এককভাবেও কেউ কেউ কৃষিপণ্য রপ্তানি করছেন। রোডম্যাপ প্রণয়নের জন্য বর্ণিত সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয়ে কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রক্রিয়াজাতকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। রপ্তানির সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৪ কমিটি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত ও অপ্রচলিত শাকসবজি ও ফল রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্ভাবনা যাচাই, সমস্যা নিরূপণ এবং সম্ভাব্য সমাধান পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন শাকসবজি ও ফল রপ্তানির উদ্দেশ্যে বীজ সংগ্রহ, উৎপাদন, বালাইনাশক ও সার প্রয়োগ ব্যবস্থা, শস্য সংগ্রহ, বাছাইকরণ, প্যাকেজিং, পরিবহন, কোল্ডস্টোরেজ, কর ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সনদ গ্রহণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শাকসবজি ও ফল রপ্তানির উদ্দেশ্যে নতুন বাজার খুঁজে বের করা, কৃষিপণ্যের মান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের রিকোয়ারমেন্ট, বিজ্ঞাপন ও বিপণন, ঋণ সুবিধা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, প্রণোদনা ইত্যাদি

বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য করণীয় বিষয়েও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৫ কৃষিপণ্য রপ্তানির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে ধারণা পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো: কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের প্রচলন না থাকা, যেকোনো কৃষিপণ্য উৎপাদনের শুরু থেকে মানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির প্রয়োগ না থাকা (ক্ষেত্র বিশেষে উত্তম কৃষি চর্চার অভাব), চাষাবাদের সময় নিবিড়ভাবে মনিটরিং-এর অভাব, জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে সে বিষয়ে চাষাবাদের সময় কৃষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব, কৃষকদের উত্তম কৃষি চর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণের অভাব, বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন নিকটবর্তী স্থানে কোয়ারেন্টাইন বিভাগের অনুপস্থিতি, রপ্তানির জন্য যথাযথ ও মানসম্পন্ন প্যাকিং হাউজের অভাব, শ্যামপুরে অবস্থিত প্যাকিং হাউজে গবেষণাগারের যথোপযুক্ত ব্যবহার না হওয়া, গ্রেডিং, সর্টিং, কুলিং ইত্যাদির ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, প্যাকিং হাউজের অদক্ষ শ্রমিকদের মাধ্যমে প্যাকেজিং করানো, রপ্তানিকারকের শ্রমিকদের প্যাকেজিং-এ অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়া, প্যাকেজিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্টুন রাখার জন্য প্যাকিং হাউজে রপ্তানিকারকদের জন্য স্থান প্রদান না করা, পরিবহনের উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধি, শ্যামপুরস্থ প্যাকিং হাউজ অবধি পৌঁছানো এবং সেখান হতে বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করা, বিমানবন্দরে পচনশীল দ্রব্য হিসেবে ট্রাকের সিরিয়ালে অগ্রাধিকার না পাওয়া, পচনশীল কৃষিপণ্যের জন্য পৃথক গেইটসহ পৃথক স্ক্যানার মেশিন না থাকা, বিমানবহরে কৃষিপণ্যের জন্য ন্যূনতম কোটা পূরণ না করা, বিদেশি বিমানে পচনশীল কৃষিদ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস না পাওয়া, পরিবহনের জন্য বিমানে অধিক ভাড়া আদায়, অধিক ফ্রেইট চার্জ আদায় করা, বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জাতের অভাব ইত্যাদি।

১.৬ কৃষিপণ্য রপ্তানির চিত্র হতে দেখা যায় যে, ২০২০-২১ সালে ১০২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ আয় করতে সক্ষম হয়েছে। নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কৃষিপণ্য রপ্তানিতে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে একটি আশার আলো। বিভিন্ন রপ্তানিমুখী পণ্যের অংশীজনদের সাথে একাধিকবার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রায় ২৮-২৯ টি ছোট বড় প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। বিমানে ও কার্গোতে Space নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় Test Facility নিশ্চিত করা, এয়ারপোর্টে হিমাগারের সুবিধা প্রদান করা, কাঙ্ক্ষিত জাতসমূহের বীজ সরবরাহ করা, Phytosanitary Certificate বিকেন্দ্রিকরণ করা, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে GAP, GHP and GMP কার্যক্রম শুরু করা, রপ্তানিকারকগণকে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক দেশের আমাদানিযোগ্য পণ্যের Compliance বিষয়ে চাহিদা কি কি সে সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা এবং নতুন বাজার অন্বেষণ করা- এই সকল বিষয়সমূহ নিশ্চিত বা শুরু করা যায়। তবে বাস্তবতা বিবেচনায় ২০২১-২২ সালে ১৬৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সম্ভাব্য) এবং ২০২২-২৩ সালে (জুন পর্যন্ত) ২০০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সম্ভাব্য) রপ্তানি করা সম্ভব হতে পারে ।

১.৭ রিপোর্ট প্রণয়নের পদ্ধতি

- সেকেন্ডারি ডাটা পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ (ডিএই, ইপিবি, এফএও, এনবিআর ইত্যাদি);
- সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সাথে একাধিকবার সরাসরি এবং অনলাইনে মিটিং;
- সরেজমিন বিভিন্ন কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্যাক্টরি ও অফিস পরিদর্শন ও মুক্ত আলোচনা;

১.৮ আগামী ২ বছরে কৃষিপণ্য রপ্তানির প্রক্ষেপণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

কৃষিপণ্য	জুলাই-জুন ২০২০-২১ রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	জুলাই-জুন ২০২১-২২ সম্ভাব্য রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	জুলাই-জুন ২০২২-২৩ সম্ভাব্য রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
শাক-সবজি	১১৮.৩৩	২০০	৩০০
ফুল ও পাতা	০.০৯	২	৩
ফল	০.৫৮	৩০	৫০
মসলা	৪৩.২৯	১০০	২০০
শুকনা খাবার	২৮৩.৩৮	৩৫০	৫০০
তামাক	৮৬.২০	৮৭	৯০
চা	৩.৫৬	৫	৮
অন্যান্য	৪৯২.৩১	৬০০	৮৫০
মোট	১০২৮	১৬৩৪	২০০১

সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

১.৯ সতেজ ও প্রক্রিয়াকরণ কৃষিপণ্য রপ্তানির প্রধান সমস্যাসমূহ

- কাঙ্ক্ষিত জাতের অভাব;
- নিরাপদ ও মানসম্পন্ন পণ্যের অভাব;
- কার্গো ও বিমানে কৃষিপণ্যের জন্য স্থান অপ্রতুল;
- প্রয়োজনীয় টেস্ট করার জন্য পর্যাপ্ত ল্যাবের অভাব;
- অ্যাক্রিডিটেড ল্যাবের অভাব;
- টেস্ট করতে সময় ও চার্জ বেশি;
- কুল চেইন সিস্টেম অনুপস্থিত;
- কেন্দ্রীয়ভাবে কেবলমাত্র PC প্রদান;
- প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালের উপর অধিক কর আরোপ;
- আমদানিকারক দেশসমূহের পণ্য বিষয়ক আবশ্যকীয় তথ্যসমূহের অভাব।

২. ফসলভিত্তিক রপ্তানির রোডম্যাপ

কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য সার্বিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে পণ্যভিত্তিক নিম্নবর্ণিত সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে:

২.১ আম

ক্র.নং	সমস্যা	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
১)	নিরাপদ ও মানসম্পন্ন আমের অভাব	অঞ্চলভিত্তিক আম উৎপাদনকারী এলাকায় Contract Farming পদ্ধতিতে GAP অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন আম উৎপাদন	অক্টোবর ২০২১ থেকে Contract Farming মাধ্যমে GAP কার্যক্রম শুরু করা	DAM, DAE, Hortex Foundation, BFVAPEA
২)	আম রপ্তানির চাহিদা সম্পর্কিত তথ্যর অভাব	বিদেশস্থ মিশনে আম রপ্তানির নিমিত্ত চাহিদা এবং রপ্তানির জন্য রিকোয়ারমেন্ট বিষয়ে তথ্য প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদান	সেপ্টেম্বর ২০২২	MoA, DAM
৩)	শ্যামপুরস্থ প্যাকিং হাউজে ফাইটোস্যানেটারি সনদ গ্রহণ করে বিমান বন্দরে নিতে অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং Cool Chain এর অভাবের কারণে পণ্যর মান হ্রাস পায়।	সর্বাধিক আম উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে রাজশাহী, সাতক্ষীরা ও খাগড়াছড়ি জেলায় প্যাকিং হাউজ নির্মাণসহ ফাইটোস্যানেটারি সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। নির্মিতব্য প্যাকিং হাউজ হতে রপ্তানির জন্য আমের ফাইটোস্যানেটারি সনদ গ্রহণ ও প্যাকেজিং এর কাজ করা সম্ভব হবে।	জুন ২০২২	DAE, DAM
৪)	শ্যামপুরস্থ প্যাকিং হাউজের কার্যকর ব্যবহার যেমন Lab এবং Cold Storage facility এর অভাব।	আম রপ্তানিকারকদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে গ্রেডিং, সর্টিং, কুলিং এবং প্যাকেজিংয়ের উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং Lab এবং Cold Storage facility চালু করা।	জুন ২০২২	DAE
৫)	শ্যামপুরস্থ প্যাকিং হাউজে কর্মরত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের অভাব।	গ্রেডিং, সর্টিং, কুলিং এবং প্যাকেজিংয়ের উন্নততর ব্যবস্থাগ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান	ডিসেম্বর ২০২১	DAM, DAE
৬)	বিমানবন্দরে কৃষি পণ্য রপ্তানির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না পাওয়া।	বিমানবন্দরে কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের জন্য পৃথক গেইটের ব্যবস্থাকরণসহ পৃথক স্ক্যানার মেশিনের ব্যবস্থাকরণ	ডিসেম্বর ২০২১	MoA, DAM
৭)	কৃষিপণ্যের বিমানে স্পেস না পাওয়া এবং প্রতিযোগী দেশসমূহের তুলনায় অধিক ভাড়া প্রদান।	প্রতিটি বিমানে ২০-২৫% Space বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য নিশ্চিত করা আবশ্যক। কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশ এর তুলনায় বিমান ভাড়ায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও, অধিকাংশ সময় কৃষিপণ্য অন্যান্য পণ্যের তুলনায় বিমান পরিবহনে প্রাধান্য পায় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিপণ্য অফলোড হয়ে যায়। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং পত্র প্রদান করতে হবে।	অক্টোবর ২০২২	MoA DAM

ক্র.নং	সমস্যা	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
৮)	কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য বিমানবন্দরে কোল্ডস্টোরেজ সুবিধার অভাব।	বিমানবন্দরে বিএডিসি এর কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্থান বরাদ্দ দেয়ার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১	MoA BADC
৯)	আমের ব্যাগিং এবং প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল এর দাম বেশি।	আমের ব্যাগিং এর জন্য ম্যাটেরিয়াল চীন হতে আমদানি করতে হয়। প্রতিটি ফ্রুট ব্যাগের দাম ন্যূনতম ৪-৬ টাকা এবং প্যাকিং কার্টুন এর দাম প্রায় ১৮-২০ টাকা। ফ্রুট ব্যাগ ও প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল কে HS Code এ কৃষিপণ্যের আওতাভুক্ত করা হয়নি। ফলে বর্তমানে ৫৩% কর দিতে হয়। কৃষিপণ্যভুক্ত করা হলে করের হার কমে যাবে। সার্বিকভাবে আমের ক্রয়মূল্য কম হবে।	অক্টোবর ২০২২	MoA DAM Hortex Foundation
১০)	Vapour Heat Treatment Plant (VHT) এবং Hot water Drip Treatment (HWDT) সুবিধার অভাব।	বিদেশে বিশেষ করে জাপানে আম রপ্তানির জন্য আমকে VHT করার প্রয়োজন হয়। এটি কোনো কোনো দেশের জন্য অন্যতম রিকোয়ারমেন্ট। আবার অনেক দেশে আম পাঠানোর জন্য HWDT সনদ আবশ্যক। এজন্য সর্বাধিক আম উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে রাজশাহী, সাতক্ষীরা ও খাগড়াছড়ি জেলায় PPP মডেলে VHT এবং HWDT Plant স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কাজ বাস্তবায়ন করা। Lab এবং Cold Storage facility রাজশাহী জেলায় VHT Plant স্থাপন করতে হবে।	জুন ২০২২	MoA DAE
১১)	পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আম রপ্তানিকারকদের সঙ্গে আমচাষিদের লিঙ্কেজের অভাব।	পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য স্থানে আম উৎপাদন হয়। কিন্তু এখান হতে এখনও আম রপ্তানি হয় না। আম রপ্তানির জন্য যে সকল সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন সে বিষয়ে সকল ধরনের সুবিধা এবং রপ্তানিকারকদের সঙ্গে আমচাষিদের যথাযথ সংযোগ প্রদান করাতে হবে।	অক্টোবর ২০২১	DAE DAM Hortex Foundation

২.২ শাকসবজি ও ফলমূল (আম ব্যতীত)

ক্র.নং	সমস্যা	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
১)	গুণগত মানসম্পন্ন এবং নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন না হওয়া	রপ্তানির জন্য Contract Farming মাধ্যমে GAP বাস্তবায়ন করা।	ডিসেম্বর ২০২২	DAE BFVAPEA
২)	থ্রিপস পোকার আক্রমণ	করলা ও কাকরোলের থ্রিপস পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা।	ডিসেম্বর ২০২২	DAE
৩)	শ্যামপুরস্থ প্যাকিং হাউজে ফাইটোস্যানেটারি সনদ গ্রহণ করে বিমান বন্দরে নিতে অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং Cool Chain এর অভাবের কারণে পণ্যর মান হ্রাস পায়।	সর্বাধিক সবজি ও ফল উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে রাজশাহী, যশোর, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, সাতক্ষীরা ও খাগড়াছড়ি জেলায় প্যাকিং হাউজ নির্মাণসহ ফাইটোস্যানেটারি সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। নির্মিতব্য প্যাকিং হাউজ হতে রপ্তানির জন্য সবজি ও ফলের ফাইটোস্যানেটারি সনদ গ্রহণ ও প্যাকেজিং এর কাজ করা সম্ভব হবে।	জুন ২০২২	DAE, DAM
৪)	শ্যামপুরস্থ প্যাকিং হাউজে কর্মরত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এর অভাব।	গ্রেডিং, সর্টিং, কুলিং এবং প্যাকেজিংয়ের উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।	ডিসেম্বর ২০২১	DAM, DAE, BFVAPEA
৫)	বিমানবন্দরে কৃষি পণ্য রপ্তানির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না পাওয়া।	বিমানবন্দরে কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের জন্য পৃথক গেইটের ব্যবস্থাকরণসহ পৃথক স্ক্যানার মেশিনের ব্যবস্থাকরণ।	ডিসেম্বর ২০২১	MoA, DAM
৬)	কৃষিপণ্যের বিমানে স্পেস না পাওয়া এবং প্রতিযোগী দেশ সমূহের তুলনায় অধিক ভাড়া প্রদান।	প্রতিটি বিমানে ২০-২৫% Space বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি পণ্য পরিবহণের জন্য নিশ্চিত করা আবশ্যক। কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশ এর তুলনায় বিমান ভাড়ায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও, অধিকাংশ সময় কৃষিপণ্য অন্যান্য পণ্যের তুলনায় বিমান পরিবহনে প্রাধান্য পায় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিপণ্য অফলোড হয়ে যায়। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং পত্র প্রদান করতে হবে।	অক্টোবর ২০২২	MoA DAM
৭)	কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য বিমানবন্দরে কোল্ডস্টোরেজ সুবিধার অভাব।	বিমানবন্দরে বিএডিসি এর কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্থান বরাদ্দ দেয়ার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১	MoA BADC

২.৩ আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ

ক্র.নং	সমস্যা	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	দায়িত্ব
১)	প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আলুর জাতের অভাব রয়েছে। বর্তমানে কারেজ, ডায়মন্ড, এসটেরিক্স ইত্যাদি জাতসমূহ প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার Dry matter ১৯.৫-২০%। Dry matter বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	আমদানিকৃত কিছু জাত Shantana, Sunshine, Atlantic, Arsenal, Lady Rosetta, Fontane প্রক্রিয়াজাতের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এই সমস্ত জাতের দ্রুত multiplication করা অত্যন্ত জরুরি।	অক্টোবর ২০২১	BADC, Private Sector
২)	Diamont জাতের আলুতে Hollow Heart জাতীয় সমস্যা দূরীকরণ।	এটি কোনো রোগ নয়। চাষিদের চাষাবাদকালীন সময়ে জ্ঞানের অভাবের কারণে এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। এজন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	নভেম্বর ২০২১	DAE, BADC, DAM, BARI
৩)	অক্টোবরের মধ্যে আলু রোপণ না করতে পারলে ফসল সংগ্রহের সময় উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণের গুণাগুণের মান হ্রাস পায়।	Contract Farming এর মাধ্যমে অক্টোবরের মধ্যে আলু রোপণ করতে হবে । পাশাপাশি Cold storage ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে খুলতে হবে।	অক্টোবর ২০২১	DAE, Private Processing Sectors, BAPA
৪)	আলু চাষে KCl (Muriate of Potash) অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে Dry matter কমে যায়।	Potashium sulphate (K2 SO4) ব্যবহার করা যেতে পারে তবে মাটির PH ৬.৫ -৭.৫ মধ্যে রাখা প্রয়োজন।	অক্টোবর ২০২১	DAE, Private Processing Sectors, BAPA
৫)	আলু তোলার পর সঠিকভাবে কিউরিং না করায় প্রক্রিয়াজাতকরণের গুণাগুণের মান হ্রাস পায়।	আলু তোলার পর সঠিকভাবে কিউরিং করার বিষয়ে উৎপাদনকারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	অক্টোবর ২০২১	DAE, Private Processing Sectors, BAPA
৬)	Processing Company কেবলমাত্র ভালো মানের ও আকারের (৬০-৭০ গ্রাম) আলু ক্রয় করে, ফলে অবশিষ্ট আলু বাজারজাতকরণে কৃষকরা সমস্যায় পড়ে। এজন্য কৃষকরা নতুন ভালো মানের প্রক্রিয়াজাতকরণের জাত গ্রহণ করতে চান না।	Contract Farming মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রয়োজন।	অক্টোবর ২০২১	DAE, DAM, Private Processing Sectors, BAPA
৭)	আলু হতে শিল্পজাত দ্রব্য তৈরিকরণের সুযোগ রয়েছে। যেমন Starch , Gum , Ararot	প্রস্তুতকারক কারখানাগুলোর তালিকা তৈরি করে তাদের আলু হতে এ সকল শিল্পজাত দ্রব্য তৈরিকরণে ও বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য রোডম্যাপ তৈরিকরণ।	নভেম্বর ২০২১	DAM

৮)	প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (৮-১০ ডিগ্রি সে.) সংরক্ষণ করতে হয়, নতুবা Starch হতে Reducing Sugar তৈরি হয়, যা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উপযোগী নয়। এ রকম সংরক্ষণ হিমাগারের অপ্রতুলতা রয়েছে।	PPP মডেলে আলু প্রক্রিয়াজাতকারী কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে Multipurpose cold storage facilities (such CIPC) স্থাপন করতে হবে।	ডিসেম্বর ২০২২	DAM
৯)	গার্মেন্ট দ্রব্যাদি পরিবহনের ক্ষেত্রে যে কনটেইনার ব্যবহার করা হয় আলু রপ্তানির ক্ষেত্রেও উক্ত কন্টেইনার ব্যবহারের সুযোগ প্রদান।	গার্মেন্ট দ্রব্যাদি পরিবহনের জন্য মালামাল গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি হতে জাহাজের কনটেইনারে পরিবহনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতিরেকে এ ধরনের কন্টেইনার ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয় না। এ সুযোগ প্রদান করা হলে লোড এবং আনলোড এর সুবিধাসহ বন্দরে সরাসরি জাহাজে মালামাল প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে এনবিআর এর সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২১	MoA DAM
১০)	বিদেশে আলুর প্রক্রিয়াজাত পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে Heavy Metal, MRL & Microbial Loading Test সমূহ প্রয়োজন। কিন্তু দেশে পর্যাপ্ত টেস্টিং সুবিধা নেই।	BSTI, BAEC, BCSIR, IPH lab এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	ডিসেম্বর ২০২৩	MoA DAM
১১)	বর্তমানে বন্দরে কনটেইনারের অপ্রতুলতার জন্য ভাড়া ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।	এ বিষয়ে শিপিং করপোরেশন ও বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।	নভেম্বর ২০২১	DAM
১২)	বিদ্যমান আলুর জাতে (কারেজ, ডায়মন্ট) Dry matter কম থাকায় Fry করার সময় তেল শোষণ করে। এর ফলে Chips এ তেলের আধিক্য ৩৫% বেশি হয়, যা BSTI কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয়।	BSTI এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।	নভেম্বর ২০২১	DAM

২.৪ মসলাপণ্য

ক্র.নং	সমস্যা	সমাধানের উপায়সমূহ	সময়	দায়িত্ব
১)	মরিচের কাঙ্ক্ষিত জাতের অভাব রয়েছে। বিদ্যমান জাতের Colour ASTA মাত্র ৫৫-৭০। অথচ বিদেশে বাজারে চাহিদা ১০০ Colour ASTA বিশিষ্ট জাতের। এছাড়া আমাদের জাতসমূহের Curcumin পরিমাণ ৩.২ থেকে ৩.৫%; অথচ প্রয়োজন ৪% এর অধিক।	কাঙ্ক্ষিত রঙ এবং ঝালবিশিষ্ট জাতের দ্রুত উন্নয়ন।	ডিসেম্বর ২০২৬	BARI
	বিদ্যমান জাতে ঝালের মাত্রা (Scoville unit): ২৫০০০-৩০০০০ ইউনিট; অথচ অনেক বিদেশি ক্রেতার চাহিদা ১ লাখ Scoville unit	একইসাথে বিদেশ হতে কাঙ্ক্ষিত জাতের বীজ আমদানি করে দ্রুত Regional Trial এর মাধ্যমে বীজ সম্প্রসারণ করতে হবে।	ডিসেম্বর ২০২২	BADC, Processing Companies
২)	হলুদে অধিকমাত্রায় Pb (Lead) পাওয়া যায়; বিশেষ করে খাগড়াছড়ির হলুদে ১.৫ পিপিএম মাত্রার Pb পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু রপ্তানির জন্য কাঙ্ক্ষিত মাত্রার লেডের পরিমাণ ০.০৫ পিপিএম এর নিচে হতে হবে।	মাটি পরীক্ষা করে লেড এর পরিমাণ নির্ধারিত মাত্রায় রেখে Contract Farming মাধ্যমে রপ্তানির ব্যবস্থা শুরু করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২১	SRDI, DAE, Processing Companies
৩)	গুঁড়া মসলা রপ্তানির ক্ষেত্রে অণুজীবমুক্ত পণ্য আবশ্যক। এজন্য প্রয়োজন Steam Heat Treatment অথবা Radiation treatment. Heat treatment সুবিধা, যা এদেশে অনুপস্থিত। BAEC এ Radiation treatment প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, এজন্য Test Result পেতে অনেক দেরি হয়।	BSTI, BAEC, BCSIR, IPH, BARI Entomology Lab, CARS lab এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	ডিসেম্বর ২০২৩	MoA & DAM
	গুঁড়া মসলা রপ্তানির ক্ষেত্রে Aflatoxin Test এবং Pesticide MRL Test প্রয়োজন। এই Test সমূহের সুবিধা অপ্রতুল এবং ব্যয় বেশি ও সময় বেশি প্রয়োজন হয়।			
	অনেক আমদানিকারক দেশসমূহ GMO Product Testing Certificate Complaince হিসাবে চায় ।			

৪)	রপ্তানিকারকগণ সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানিযোগ্য পণ্যের Compliance বিষয়ে চাহিদা কি কি সে সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত থাকেন না।	সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানিযোগ্য পণ্যের Compliance বিষয়ে কি চাহিদা রয়েছে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সে সম্পর্কিত একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২২	DAM
৫)	প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্যাস এর সংযোগ না পাওয়ায় কয়লা ব্যাবহার করেন। এ কারণে উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় কিছু কিছু পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না।	তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে ।	ডিসেম্বর ২০২১	DAM
৬)	নতুন বাজারের অভাব।	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় নতুন বাজার অনুসন্ধান।	ডিসেম্বর ২০২২	DAM

২.৫ মসলা, কনফেকশনারি ও পানীয় দ্রব্যাদি

ক্র.নং	বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ	সম্ভাব্য সমাধান	সময়কাল	দায়িত্ব	মন্তব্য
১)	বাংলাদেশে FSSAI এর নিবন্ধিত গবেষণাগার নেই।	বিএসটিআই অথবা সরকার নিয়ন্ত্রিত যেকোনো গবেষণাগারকে FSSAI এর নিবন্ধন গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে হবে। আগামীতে সরকারের অধীনে মসলা, কনফেকশনারি, পাণীয় দ্রব্যাদিসহ প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী রপ্তানির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার নির্মাণ করতে হবে।	জুলাই ২০২২	MoA, MoI	বিএসটিআই ২০০৯ সালে NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) Delhi, India এর নিবন্ধন গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বিএসটিআই BAB (Bangladesh Accreditation Board) এর নিবন্ধন গ্রহণ করেছে এবং প্রতি বছর নবায়ন করছে।
২)	বিএসটিআই হতে যেকোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যধিক ফি গ্রহণ করা হয়। সময়ও বেশি লাগে (১৫-১৮ দিন)। যেমন FSSAI ফি নেয় ৬০০০ রুপি; পক্ষান্তরে বিএসটিআই ফি নেয় ১৮০০০ টাকা।	বিএসটিআই কে ৬,০০০ রুপি এর সমমূল্যে বাংলাদেশি টাকা ফি গ্রহণ এবং ৭ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২১	MoA, MoI, DAM, BSTI	

৩)	SAFTA treaty এর অধীনে সমুদ্রবন্দরে কোনো নন-ট্যারিফ সুবিধা পাওয়া যায় না।	চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর হতে মুম্বাই সমুদ্রবন্দর এবং ভারতের অন্যান্য সমুদ্রবন্দরে মালামাল প্রেরণের সুবিধা প্রদান করতে হবে।	ডিসেম্বর ২০২১	MoA, MoC	
		ভারতের কাস্টম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।	জুলাই ২০২২	MoA, MoC, NBR	
৪)	রপ্তানিকারকগণ সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানিযোগ্য পণ্যের Compliance বিষয়ে চাহিদা কি কি সে সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত থাকেন না।	সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানিযোগ্য পণ্যের Compliance বিষয়ে কি চাহিদা রয়েছে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সে সম্পর্কিত একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২১	MoFA, MoC এবং DAM	
৫)	মসলা জাতীয় দ্রব্যাদির জন্য Steam Heat Treatment প্রদান করতে হয়। এ সুবিধা দেশে নেই।	মসলা জাতীয় দ্রব্যাদির জন্য Steam Heat Treatment প্রদান করার সুবিধা সংবলিত ব্যবস্থা PPP model এর অধীনে করা যেতে পারে।	জুলাই ২০২২	DAM, BAPA	Steam Heat Treatment ব্যতীত EU, USA, Australia, Japan, South Korea তে মসলা জাতীয় দ্রব্যাদি রপ্তানি করা যায় না।
৬)	প্যাকেজিং এর জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। কিন্তু এ দ্রব্যে অধিক হারে করারোপ করা হয়েছে। ফলে প্যাকেজিং খাতে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়।	বর্তমানে এ দ্রব্যের উপর ৬৫% কর প্রদান করতে হয়। এ হার কমানো যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২১	MoA, NBR, DAM	

২.৬ সুগন্ধি চাল

ক্র.নং	বিষয়	বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ	সম্ভাব্য সমাধান	সময়কাল	দায়িত্ব
১)	Compliance বিষয়ে বিশেষ করে Test Requirement	রপ্তানিকারকগণ সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানিযোগ্য পণ্যের Compliance বিষয়ে চাহিদা কি কি সে সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত থাকেন না।	সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানিযোগ্য পণ্যের Compliance বিষয়ে কি চাহিদা রয়েছে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সে সম্পর্কিত একটি ডাটাবেইস প্রস্তুত করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২২	DAM

২)	টেস্টিং সুবিধা	Pesticide MRL Test সুগন্ধি চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। এই Test সমূহের সুবিধা অপ্রতুল এবং ব্যয় বেশি ও সময় বেশি প্রয়োজন হয়।	BSTI, BAEC, BCSIR, IPH, BARI Entomology Lab, CARS lab এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	ডিসেম্বর ২০২৩	MoA DAM
৩)	GAP অনুসরণ করে বালাই নিয়ন্ত্রণ	IPM অনুযায়ী বালাই নিয়ন্ত্রণ করা হয় না।	কৃষকদের IPM অনুযায়ী বালাই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২২	DAE
৪)	নতুন বাজার	নতুন বাজারের অভাব।	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় নতুন বাজার অনুসন্ধান।	ডিসেম্বর ২০২২	DAM
৫)	সুগন্ধি চালের রপ্তানি অনুমতি	সুগন্ধি চালের রপ্তানির অনুমতির পরিমাণ কম থাকায় এবং অনিয়মিত রপ্তানির অনুমোদন দেওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি করা যায় না। ফলে ক্রেতা অন্য দেশ হতে আমদানি করেন। এভাবে তৈরিকৃত বাজার হারিয়ে যাচ্ছে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডিএই, এবং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২১	MoA DAM

২.৭ পান

ক্র. নং	বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ	সম্ভাব্য সমাধান	সময়কাল	দায়িত্ব
১)	টেস্টিং সুবিধা	রপ্তানির ক্ষেত্রে অণুজীবমুক্ত পণ্য আবশ্যক। বিশেষ করে Salmonela মুক্ত পান আবশ্যক। এজন্য Microbial Loading Detection জন্য Acrediated Lab প্রয়োজন। এছাড়া Salmonela মুক্ত করার জন্য Organic Sanitizer যেমন Echo wash ব্যবহার করা দরকার।	ডিসেম্বর ২০২২	MoA, DAM DAE
		কোন কোন দেশে পান আমদানি করার ক্ষেত্রে ভারী ধাতুর সনদ প্রেরণ করা আবশ্যক। এ সনদ ইস্যু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		
২)	Cold Storage Facility	এয়ারপোর্টে Cold Storage Facility অপ্রতুল। কোন কারণে পণ্য অফলোড হলে পণ্য সংরক্ষণ করার জন্য এয়ারপোর্টে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।	ডিসেম্বর ২০২৩	BADC & MoA

৩)	পানের রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ	পানের রোগবালাই নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত বিশেষ করে রোগ দমনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বালাইনাশক যত্রতত্রভাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে MRL Test এ মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশকের অবশেষ পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য IPM পদ্ধতিতে (যেমন- ট্রাইকোড্রামা ব্যবহার) পানের রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কৃষকদের কার্যকরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২৩	DAE
৪)	GAP	পান উৎপাদনে, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে GAP অনুসরণ করা বিশেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক। পানের সাপ্লাই চেইনে সকল Actors কে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা আবশ্যক।	ডিসেম্বর ২০২২	DAE DAM
৫)	কৃষিপণ্যের বিমান স্পেস ও ভাড়া সংক্রান্ত	প্রতিটি বিমানে ২০-২৫% Space বাধ্যতামূলকভাবে কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য নিশ্চিত করা আবশ্যক। কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশের তুলনায় বিমান ভাড়ায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও, অধিকাংশ সময় কৃষিপণ্য অন্যান্য পণ্যের তুলনায় বিমান পরিবহনে প্রাধান্য পায় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিপণ্য অফলোড হয়ে যায়। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং পত্র প্রদান করতে হবে।	অক্টোবর ২০২১	MoA DAM

২.৮ কাজুবাদাম

ক্র.নং	বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ	সম্ভাব্য সমাধান	সময়কাল	দায়িত্ব
১)	কাঁচামালের অভাব। দেশে উৎপাদিত কাঁচা মাল দিয়ে প্রক্রিয়াকরণ ফ্যাক্টরিসমূহ বছরে ৫-৬ মাসের কাঁচামাল সংরক্ষণ করতে পারে। অন্যদিকে কাঁচামাল আমদানি করতে এখনও মোট ৩০% ট্যাক্স ও কাসটমস দিতে হয়।	উন্নত জাতের দ্রুত সম্প্রসারণ ট্যাক্স ও কাস্টমস হ্রাস করা যেতে পারে	ডিসেম্বর ২০২৩	DAE DAM
২)	প্রক্রিয়াকরণে অটোমেশন এর অভাব। এর ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়, ফলে ভারত ও ভিয়েতনাম এর সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না।	অটোমেশন করার ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২২	MoA DAM
৩)	দক্ষ শ্রমিক এর অভাব।	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা	ডিসেম্বর ২০২২	MoA, DAE DAM

২.৯ পাটজাত পণ্য

ক্র.নং	বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ	সম্ভাব্য সমাধান	সময়কাল	দায়িত্ব
১)	কেবলমাত্র ১০% সরকারি প্রণোদনা পায়।	NBR এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এই প্রণোদনার পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।	জুন ২০২২	MoA, DAE

২.১০ পাটকাঠি এবং নারিকেলের খোল হতে উৎপন্ন চারকোল

ক্র.নং	বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ	সম্ভাব্য সমাধান	সময়কাল	দায়িত্ব
১)	বাংলাদেশে এখনও এক্টিভেটেড কার্বন উৎপাদন শুরু হয়নি।	এক্টিভেটেড কার্বন উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা করা	জুন ২০২২	MoA, DAE
২)	চারকোল উৎপাদনে এখন পর্যন্ত কোন নীতিমালা নাই এবং লাইসেন্স দেওয়ার কোন কর্তৃপক্ষ নাই।	চারকোল উৎপাদনে নীতিমালা প্রণয়ন এবং লাইসেন্স দেওয়ার কর্তৃপক্ষ গঠন	জুন ২০২২	MoA, DAM, BJRI
৩)	পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাব।	পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।	জুন ২০২২	MoA, DAM

৩.০ অপ্রচলিত কৃষিপণ্য

যে সকল কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে, তার বাইরে আরও যে সকল কৃষিপণ্যের চাহিদা বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে সে সকল পণ্যের বিষয়ে প্রথমে রপ্তানির জন্য বাজার অনুসন্ধান করতে হবে। আপাতত যে সকল কৃষিপণ্যের চাহিদা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো কাজুবাদাম, প্রক্রিয়াজাত পাটপণ্য, পাটকাঠির চারকোল, শরিফা ফল, কদবেল, মধু ইত্যাদি। বাজার অনুসন্ধানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মাশিয়াল উইং এর সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করতে হবে।

৪.০ কৃষিপণ্যের মান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের রিকোয়ারমেন্ট

যে সকল কৃষিপণ্য রপ্তানির সুযোগ রয়েছে তার একটি তালিকা করে সংশ্লিষ্ট কৃষিপণ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের রিকোয়ারমেন্ট জানার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের কমার্শিয়াল উইংয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পরবর্তীতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে রপ্তানিকারকদের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তথ্যাদির হালনাগাদকরণও প্রয়োজন অনুযায়ী করা যেতে পারে।

৫.০ বিজ্ঞাপন ও বিপণন

যে সকল কৃষিপণ্য রপ্তানির সুযোগ রয়েছে তার তালিকা করে প্রত্যেক পণ্যের একটি প্রোফাইল করা যেতে পারে। এ প্রোফাইলে পণ্যসমূহের গুণাগুণসহ প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকবে। গুণাগুণসহ অন্যান্য তথ্যাদির ধারাবর্ণনা ইংরেজিতে করতে হবে। পণ্যের প্রোফাইল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.০ ঋণ সুবিধা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও প্রণোদনা

কৃষিপণ্যের উৎপাদন হতে রপ্তানির জন্য যে সকল অংশীজন সম্পৃক্ত থাকবেন তাদের যদি আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ সুবিধা ও সময়ে সময়ে ঘোষিত প্রণোদনার জন্য সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তাগণ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা মার্কেটিং অফিসারগণ কাজ করবেন।

৭.০ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা (Competitive Advantage)

রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের প্রতিযেগিতামূলক সুবিধা বিষয়ে স্বল্প সময় এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না পাওয়ার জন্য করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে একটি পৃথক সমীক্ষা করা যেতে পারে।

৮.০ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে DAE, BFVAPEA, BAPA, BADC, BARI, BRRI, Hortex Foundation এর প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন, যেখানে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন;
- প্রত্যেক জেলায় মনিটরিং ও বাস্তবায়নে রপ্তানিকারক, কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন;
- প্রতি তিন মাস অন্তর সেরা ২০ জন রপ্তানিকারক/প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা আয়োজন।